যুগান্তর

তারিখ 13 JAN 2013 পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

ভৈরবে সেশন ফির টাকা না দেয়ায় দুটি স্কুলে বই পায়নি শিক্ষার্থীরা

ভৈরব প্রতিনিধি

পুরো দেশ পাঠ্যপুস্তক উৎসবে মেতে উঠলেও ভৈরবের দুটি স্কুলে বর্ধিত সেশন ফি ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা নতুন পাঠ্যপুস্তক পায়নি। এতে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল দুটি হল ভৈরব কেবি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়। এ দুটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। জানা গেছে, উল্লিখিত দুটি স্কুলেই প্রাথমিক ও হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ১ জানুয়ারি মঙ্গলবার দিন ছিল সারাদেশে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের দিন। এ লক্ষ্যে ভৈরবের ওই দুটি স্কুলেও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেয়া শুরু করলে স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে সেশন ফির টাকা দাবি করে। এ সময় অনেক ছাত্রছাত্রী বাড়ি থেকে সেশন ফি না আনায় তাদের বিনামূল্যের বই দেয়া হয়নি। তবে অনেক ছাত্রছাত্রী (যাদের বাসা কাছে) তারা তৎক্ষণাৎ সেশন ফির টাকা বাসা থেকে এনে পরিশোধ করার পর নতুন বই হাতে পায়। আর যারা সেশন ফির টাকা পরিশোধ করতে পারেনি তাদের নতুন বই দেয়া হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক অভিভাবক এ প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করেন, তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল কর্তৃপক্ষ আগে থেকে জানায়নি যে, সেশন ফির টাকা পরিশোধ করলে নতুন বই দেয়া হবে। ভৈরব বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তৌফিক আহমেদ জানান, তার মেয়ে ও ছেলের সেশন ফি তার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে নিয়ে পরিশোধ করার পর নতুন বই হাতে পায়। অনেক অভিভাবক আরও বলেন, আমরা জানি সেশন ফির টাকা জানুয়ারি মাসের মধ্যে পরিশোধ করলেই হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই অভিযোগ করেন, সেশন ফি তাড়াতাড়ি দিতে না পারলে তাদের পুরনো বই দেয়া হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভয় দেখিয়েছে। ভৈরব কেবি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু বিশ্বনাথ গুপ্তের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হলে তিনি ঘটনাটি স্বীকার করে বলেন, সেশন ফি নিয়ে বই দেয়া হলেও যারা তৎক্ষণাৎ দিতে পারেনি তাদেরও পরে বই দেয়া হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: মফিজুর রহমান বিষয়টি অস্বীকার করে জানান, আমাদের স্কুলে এখান থেকে বুধবারও ছাত্রছাত্রীদের নতুন বই দেয়া হয়েছে।